THE EMPTY CHAIR



চৌকাঠ 3

শূন্য চেয়ার

কিছু মানুষ আছে যারা একটা ঘর ছেড়ে যায়।

আর কিছু মানুষ আছে যারা একটা দিক রেখে যায়।

প্রথমরা মিলিয়ে যায়।

দ্বিতীয়রা থেকে যায়।

বহু বছর আমি ভাবতাম উত্তরাধিকার মানে সম্পত্তি, জমিজমা, রেখে দেওয়ার বা এগিয়ে দেওয়ার মতো জিনিসপত্র। সময়ের সঙ্গে বুঝেছি, আসল উত্তরাধিকার দেখা অনেক কঠিন।

সেটা আলমারিতে পাওয়া যায় না।

সেটা দেরাজে পাওয়া যায় না।

সেটা কাগজপত্রে পাওয়া যায় না।

সেটা বাঁচে আচরণে।

আমার বাবা আমাকে কোনো সূত্র দিয়ে যাননি।

কোনো নিয়মপুস্তক হাতে ধরিয়ে দেননি।

জীবনের কোনো বিশদ মানচিত্র তৈরি করে দেননি।

তিনি আমাকে এমন কিছু দিয়ে গেছেন, যা ব্যাখ্যা করা অনেক কঠিন।

পৃথিবীতে থাকার একটা ধরন।

তরুণ বয়সে আমি তা দেখিনি।

সন্তানেরা তাদের বাবাকে খুব কমই স্পষ্ট দেখতে পায়।

তারা বাবাকে ধরে নেয় স্বাভাবিক বলে।

তারা বাবাকে ভাবে এক স্থায়ী উপস্থিতি, প্রায় প্রকৃতির নিয়মের মতো।

সমুদ্রের মতো।

আকাশের মতো।

ঋতু বদলের মতো।

তারা বাবাকে দেখে, কিন্তু পড়ে না।

তারা বাবার কথা শোনে, কিন্তু বোঝে না।

তারা বাবাকে নকল করে, না বুঝেই।

তারপর এমন এক বয়স আসে যখন সব বদলে যায়।

বহু বছর আগে বলা কথাগুলো ফিরে আসে।

ভঙ্গিগুলোর অন্য মানে দাঁড়ায়।

এমনকি নীরবতাগুলোও নতুন স্বর পায়।

তখনই আমরা সত্যিকারভাবে চিনতে শুরু করি তাঁদের, যাঁরা আমাদের আগে এসেছিলেন।

আমার বাবা আমাকে দায়িত্বের মূল্য বুঝিয়ে বলেননি।

তিনি সেটা করে দেখিয়েছেন।

আর এই পার্থক্যটা বিশাল।

যা শেখানো হয়, মানুষ তার সামান্যই মনে রাখে।

যা যাপন করা হয়, মানুষ তার অনেকটাই মনে রাখে।

যখন একজন মানুষ একটা কঠিন কথা রাখে, কেউ একজন দেখছে।

যখন সে দোষ চাপানোর লোক না খুঁজে একটা পরাজয়ের মুখোমুখি হয়, কেউ একজন দেখছে।

যখন সে হাততালি না পেয়েও নিজের কর্তব্য করে যায়, কেউ একজন দেখছে।

প্রায়ই সেই কেউ একজন হলো তার ছেলে।

এমনকি যখন তাকে অন্যমনস্ক মনে হয়।

এমনকি যখন তাকে দূরের মনে হয়।

এমনকি যখন মনে হয় সে বুঝছে না।

সে দেখে।

আর ধরে রাখে।

প্রাপ্তবয়স্ক জীবনে নেওয়া আমার অনেক সিদ্ধান্তের শিকড় পৌঁছে গেছে অনেক দূরের বছরগুলোয়।

সেগুলোর জন্ম বইয়ে নয়।

সেগুলোর জন্ম কোম্পানিতে নয়।

সেগুলোর জন্ম প্রশিক্ষণ কোর্সে নয়।

সেগুলোর জন্ম একটা বাড়িতে।

একটা পরিবারে।

একগুচ্ছ আচরণে, যা তখন সাধারণ মনে হতো আর আজ আমি যেগুলোকে অসাধারণ বলে চিনি।

সময় আমাকে যা শিখিয়েছে, তার একটা মনে পড়ে।

প্রত্যেক ছেলেই একদিন না একদিন আবিষ্কার করে, সে এমনভাবে বাবার মতো, যা সে ভেবেও দেখেনি।

হঠাৎ করেই তা ঘটে।

কোনো কথোপকথনের মাঝে।

কোনো সমস্যার মুখোমুখি হতে গিয়ে।

কোনো একটা বাক্য বলতে গিয়ে।

কোনো সিদ্ধান্ত নিতে গিয়ে।

হঠাৎ সে কিছু একটা চিনে ফেলে।

একটা অভিব্যক্তি।

একটা ভঙ্গি।

একটা প্রতিক্রিয়া।

আর সে বোঝে, কিছু উপস্থিতি সত্যিই কখনও চলে যায় না।

তারা রূপ বদলায়।

এইটুকুই।

বছরের পর বছর আমি ভিন্ন ভিন্ন দেশ পেরিয়েছি।

ভিন্ন সংস্কৃতি।

ভিন্ন ভাষা।

পৃথিবীর সব প্রান্তের মানুষের সঙ্গে কাজ করেছি।

অথচ একটা আশ্চর্য জিনিস আবিষ্কার করেছি।

সব জায়গায় একই আকুতি।

সব জায়গায় আগে যাঁরা এসেছেন তাঁদের প্রতি একই শ্রদ্ধা।

সব জায়গায় সেই ইচ্ছা, যিনি আমাদের জন্য একটা দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন তাঁর যোগ্য হয়ে বাঁচার।

শব্দ বদলায়।

নাম বদলায়।

ভূগোল বদলায়।

কিন্তু অনুভূতিটা একই থাকে।

কারণ প্রত্যেক মানুষ পৃথিবীতে আসে আরেকজনের ভিতর দিয়ে।

কেউ শূন্য থেকে শুরু করে না।

আমরা সবাই কোনো কিছুর ধারাবাহিকতা।

কোনো গল্পের।

কোনো পরিবারের।

আমাদের জন্মের বহু আগে নেওয়া কোনো সিদ্ধান্তের।

সময়ের সঙ্গে শিখেছি, মানুষকে তার সম্পদ দিয়ে না মাপতে।

আমি মাপি সে কী রেখে যায় তা দিয়ে।

আর সে যা রেখে যায়, তা প্রায় কখনোই তার পরিকল্পনা করা জিনিসের সঙ্গে মেলে না।

একজন বাবা ভাবেন তিনি একটা কেরিয়ার গড়ছেন।

কিন্তু হয়তো তিনি রেখে যান একটা নীতি।

তিনি ভাবেন তিনি নিরাপত্তা রেখে যাচ্ছেন।

কিন্তু হয়তো তিনি রেখে যান সাহস।

তিনি ভাবেন তিনি উত্তর রেখে যাচ্ছেন।

কিন্তু হয়তো তিনি রেখে যান উত্তর খোঁজার একটা পদ্ধতি।

এটাই উত্তরাধিকারের অদৃশ্য অংশ।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

সবচেয়ে টেকসই অংশ।

যা বাকি সব ক্ষয়ে যাওয়ার পরেও বেঁচে থাকে।

অনেকে বিস্মৃত হওয়ার ভয় পায়।

এ এক পুরনো ভয়।

গভীরভাবে মানবিক।

কিন্তু আমি বিশ্বাস করি, টিকে থাকার আরেকটা রূপ আছে।

মূর্তির টিকে থাকা নয়।

ছবির টিকে থাকা নয়।

স্মৃতিসৌধের টিকে থাকা নয়।

খাঁটি টিকে থাকা বাঁচে পরিণামে।

যে ভালোটা চলতে থাকে, তার ভিতরে।

যে মর্যাদা অনুকরণ করা হয়, তার ভিতরে।

যে দায়িত্ব হাত থেকে হাতে যায়, তার ভিতরে।

যে চরিত্র আরও চরিত্র জন্ম দেয়, তার ভিতরে।

আমার বাবা ঠিক সেখানেই বেঁচে আছেন।

পরিণামের ভিতরে।

স্মৃতি হিসেবে নয়।

উপস্থিতি হিসেবে।

মাঝে মাঝে কঠিন দিনে হঠাৎ খেয়াল করি, আমি ভাবছি কোন সিদ্ধান্ত নেব।

কোন পথে যাব।

কোন ভার মেনে নেব।

কোন দায়িত্ব কাঁধে তুলব।

আর প্রায় সব সময় উত্তরটা আসে খুব পুরনো একটা জায়গা থেকে।

ঠিকানাহীন একটা জায়গা।

ভূগোলহীন একটা জায়গা।

স্মৃতি আর কৃতজ্ঞতা দিয়ে গড়া একটা জায়গা।

আমি কোনো কণ্ঠ শুনি না।

আমি কোনো মুখ দেখি না।

কিন্তু আমি একটা দিক চিনতে পারি।

আর সেটুকুই যথেষ্ট।

কারণ শেষ পর্যন্ত এ কথা সত্যি নয় যে কিছু মানুষ চলে যায়।

তারা শুধু আমাদের সামনে হাঁটা বন্ধ করে।

তারা আমাদের ভিতরে হাঁটতে শুরু করে।

এই কারণেই আমি বলি না যে আমার বাবা চলে গেছেন।

আমি বলি, তিনি অন্যভাবে যাত্রাটা চালিয়ে যাচ্ছেন।

আমার সিদ্ধান্তে।

আমার কথায়।

আমার ভুলে।

আমার দায়িত্বে।

আমি যেভাবে অন্যদের সঙ্গে ব্যবহার করি, তাতে।

আমি যেভাবে একটা কথা রাখি, তাতে।

আমি যেভাবে সময়ের মুখোমুখি হই, তাতে।

আর যতদিন এসবের কিছু বেঁচে থাকবে, তাঁর একটা অংশ আমার পাশে হেঁটে চলবে।

নীরবে।

সত্যিকারের বাবারা যেমন চিরকাল করে এসেছেন।